১২। বৈদিক ও লৌকিক ভাষার তুলনা

এখানে কেবল বৈদিক ও লৌকিক ভাষার একটি তুলনা মূলক আলোচনা করা হচ্ছে।

ধ্বনিতত্ত্বে

(১) বৈদিক ও লৌকিক ভাষার ধ্বনিসমূহ একই। কেবল প্রভেদ এই যে বৈদিক ভাষায় মূর্ধন্য ল ও ল্হ আছে, যা লৌকিকে নেই। যথা—বৈ ঈলে। লৌ ঈলে অথবা ঈড়ে।

(২) প্রাকৃতের প্রভাবে সং. ঋ-ধ্বনি বেদে কখনও কখনও অ, উ বা এ-তে পরিবর্তন হয়। যথা—বিকৃত > বৈ বিকট, বৃন্দ > বৈ বুন্দ (ঋ. ৮. ৭৭. ১১). গৃহ > গেহ।

(৩) লৌকিক সংস্কৃতে এ এবং ও একস্বর (monophthongs) কিন্তু বৈদিকে কখনও কখনও দ্বিস্বরে (diphthongs)-তে পরিণত হয়। যথা-শ্রেষ্ঠ > বৈ শ্রইষ্ঠ, অবোচৎ > বৈ অবউচৎ।

(৪) কখনও কখনও বৈদিক সংস্কৃতে স্বর ধ্বনির লোপ হয়। যথা—নিবিবিশিরে > বৈ নিবিবিশ্রে (ঋ. ৮. ১০১. ৪).

(৫) প্রাকৃতে যেমন অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ হয়, বেদেও সেরূপ দেখা যায়। যথা—কর্মন্ শব্দ বেদে অন্ত্য ন্-কারের লোপের পর কর্ম শব্দ হয়। তা থেকে তৃতীয়ার বহুবচনে কর্মেভিঃ হয়েছে। যেমন, দেবকর্মেভিঃ (ঋ. ১০. ১৩০. ১)।

(৬) বেদে প্রত্ন আর্যভাষার প্রত্যয় -ধ- কখনও কখনও রক্ষিত হয়, কিন্তু লৌকিকে সে -ধ হ-তে পরিণত হয়। যথা—বৈ ইধ > লৌ. ইহ। এ ছাড়া, বেদে শ্রুধি পদও পাওয়া যায়। বৈ সধ (ঋ. ৬. ৫৫. ১) > লৌ. সহ।

(ক) এ জাতীয় পরিবর্তন হ ও ঘ-এর মধ্যেও দেখা যায়। যথা—মেহ (নিঃ ২. ১. ২) > মেঘ, আহ্রাণি > আঘৃণি (ঋ. ৬. ৫৫. ১)

(খ) এ জাতীয় পরিবর্তন হ ও ভ-এর মধ্যেও দেখা যায়। যথা—গৃহ্নাতি > বৈ. গৃভ্নাতি, ককুহ > বৈ. ককুভ, বলিহৃৎ > বৈ. বলিভৃৎ।

(৭) প্রাকৃতে যেমন দন্ত্য ন মূর্ধন্য-তে পরিণত হয়, সেরূপ পরবর্তী কালীন শ্রৌতসূত্রেও দেখা যায়। যথা—নাম > ণাম (আপ. ১০. ১৪. ১), এনম্ > এণম্ (আপ. ১৪. ২৭. ২)

Scanned with CamScanner

(৮) প্রাকৃতের প্রভাবে 'দ্যা'-'জ্যা'-তে পরিণত হয়। যথা—দ্যুতি > জ্যুতি > জ্যোতি। অবদ্যোতয়তি > অবজ্যোতয়তি (শতঃ ১. ২. ৩. ১৬)।

(৯) যদিও সংস্কৃতে শব্দের মধ্যে স্বর-সহ অবস্থান (Hiatus) সম্ভব নয়, তথাপি বৈদিক সাহিত্যে দু' একটি দেখা যায়। যেমন তিতউনা, প্রউগ, তুজম্ (ত্বম্) ইত্যাদি। লৌকিক সংস্কৃতে এ জাতীয় প্রয়োগ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাকৃতে প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়।

(১০) বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে সন্ধির বিশেষ পার্থক্য না থাকলেও, অভিনিহিত সন্ধি বেদের একটি মূল বৈশিষ্ট্য যথা—সমানো অধ্বা (ঋঃ ২. ১৩. ২)। বস্তুতঃ এই 'অ' লৌকিক সংস্কৃতের যুগে লোপ পেতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং প্রথম স্তরে সো অগচ্ছৎ, পরের স্তরে সো গচ্ছৎ।

(১১) স্বর বৈদিক সংস্কৃতের একটি মূল বৈশিষ্ট্য। লৌকিক সংস্কৃতে এর কোন প্রয়োগ নেই। বৈদিক স্বর মূলতঃ তিন প্রকারের উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। স্বর প্রভেদে অর্থেরও পরিবর্তন হয়। যেমন, ápas (অপস্) মানে 'কাজ', আর apá's (অপস্) মানে 'কর্মঠ'।

(১২) পদ-পাঠ বৈদিক ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। এতে সংহিতা-পাঠকে সন্ধি বিচ্ছেদ করে দেখান হয়। যথা—

সংহিতা পাঠ — অগ্নিমীলে পুরোহিতম্

পদপাঠ — অগ্নিম্। ঈলে। পুরঃ হিতম্। ইত্যাদি।

(১৩) বৈদিক ছন্দও লৌকিক ছন্দ থেকে পৃথক্। বেদের গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী ভেদে বহু প্রকার ছন্দ আছে। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে এগুলি নেই।

রূপতত্ত্ব

বৈদিক ও লৌকিক ভাষার রূপতত্ত্বে খুব একটা প্রভেদ লক্ষিত হয় না। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মূল প্রভেদ হল এই যে বৈদিক ভাষায় অনেক বেশী রূপবৈচিত্র্য আছে, যা লৌকিক সংস্কৃতে নেই। শব্দরূপে, সর্বনামে ও ধাতুরূপে বিশেষরূপে সে রূপবৈচিত্র্য দেখা যায়।

(১৪) অকারান্ত শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তিতে ঔ-কার স্থলে কেবল আ দেখা যায়। যথা—নরৌ > বৈ. নরা। দ্বন্দ্ব সমাসে এই আ-কারের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, মিত্রা-বরুণা প্রয়োগ মিত্রা-বরুণৌ অর্থে দেখা যায়।

Scanned with CamScanner

(১৫) অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমার বহুচবনে জস্-এর স্থলে আসঃ হয়। শব্দের যেমন—জনাঃ > বৈ. জনাসঃ, দেবাঃ > বৈ দেবাসঃ।

(১৬) ক্লীবলিঙ্গ শব্দের প্রথমার বহু বচনে আনি স্থলে আ হয়। যথা-ত্রি চ শতা ত্রি চ সহস্রা (বৃহ. ৩. ৯. ১)

(১৭) অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে এভিঃ হয়। যথা—দেবেভিঃ।

(১৮) সপ্তমীর একবচনে কখনও কখনও বিভক্তির লোপ হয়। যেমন—আত্মন্ (বৃহ. ২. ৩. ৬) আত্মনি অর্থে। সেরূপ ব্যোমন্ > বোম্নি অর্থে ইত্যাদি।

(১৯) সর্বনামে বৈদিক মহ্য, বাম্, অস্মে, আবদ্ প্রভৃতি শব্দ লৌকিকে লোপ।

(২০) বৈদিক ত্যদ্ শব্দের প্রয়োগ লৌকিকে প্রায় লোপ।

(২১) ক্রিয়া প্রকরণে অ-আগম বৈদিকে কখনও কখনও লোপ হতে দেখা যায়। যথা—অগমৎ > বৈ. গমৎ. অভূৎ > বৈ ভূৎ ইত্যাদি।

(২২) তিঙন্ত বিভক্তি মসি ও ধ্ব লৌকিক সংস্কৃতে লোপ। যথা—গমেমসি, গমধ্ব।

(২৩) বেদে লেটের (Subjunctive) প্রয়োগ প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে নেই।

(২৪) লৃঙের প্রয়োগ বেদে নেই বললেই চলে। কেবল একটি প্রয়োগ পাওয়া যায়। যথা—অভরিষ্যৎ (ঋগ্‌বেদ)। কিন্তু অন্য কোন বেদে পাওয়া যায় না। কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলায় (৭.৪) দুটি প্রয়োগ আছে। যথা—অভবিষ্যৎ, অকরিষ্যন্।

(২৫) বেদে নির্বন্ধের (Injunctive) প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন ভরৎ, ধাঃ, দুধোৎ ইত্যাদি। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে মা ভৈষীঃ, মা গমঃ ইত্যাদি মা শব্দযোগে এর প্রয়োগ পাওয়া যায়।

(২৬) বেদে তুমুন্-অর্থে সে, অসে অধ্যৈ, প্রভৃতি অনেক প্রত্যয় আছে। যেমন-দৃশে, চক্ষসে, গমধ্যৈ ইত্যাদি। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে এ সব প্রত্যয়ের লোপ হয়েছে।

(২৭) বেদে কখনও কখনও ক্ত্বা ও ল্যাপ্ প্রত্যয় যুগপৎ ব্যবহার হয়। যেমন গত্বায়, জিত্বায় ইত্যাদি।

বাক্যরীতি

(২৮) বাক্যরীতির মধ্যে বিশেষ বৈদিক প্রয়োগ হল উপসর্গের। বেদে উপসর্গ ধাতুর পূর্বে বা পরেও বসতে পারে। কখনও কখনও ব্যবধানেও বসতে পারে।

Scanned with CamScanner

যেমন—আ যে তস্থন্তি রশ্মিভিঃ (ঋ ১.১৯.৪), পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তি সদ্যঃ (ঋ. ১. ১১৫.৩), পরা অস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি (বৃহ. ১. ৩. ৭)।

(২৯) একই উপসর্গের বারবার প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

নি গ্রামাসো অবিক্ষৎ
নি পদ্বন্তী নি পক্ষিণঃ।
নি শ্যেনাসশ্চিদ্ অর্থিনঃ। (ঋ. ১০. ১২৭. ৫)

(৩০) বেদে বিভিন্ন কারকের ও কালের মধ্যে ব্যত্যয় ঘটতে পারে। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে সেরূপ সম্ভবে না। যেমন, 'পর' শব্দযোগে তৃতীয়া—পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা (ঋ. ১০. ১২৫. ৮)। "স্বর্গ ছাড়িয়ে, এই পৃথিবী ছাড়িয়ে।"

(৩১) বেদে বর্তমান অর্থে লিটের প্রয়োগ- স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং (১০.১২১. ১) "তিনি পৃথিবী ও স্বর্গকে ধারণ করেন।

Scanned with CamScanner